পুরুষ গৃহধর্ম্মে আবিষ্ট, তাহারাও যদি আমার কথায় সময় অতিবাহিত করে, তবে তাহাদের সেই গৃহ বন্ধনের কারণ হয় না। যেহেতু আমার কথা শ্রবণে সর্ব্বস্ব ঈশ্বর আমি প্রতিপদে নূতনের মত হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকি। তবে যাহারা আমার কথা কীর্ত্তন করিবে, তাহারা ভক্তিরসিক হওয়া প্রয়োজন। যদি বল—তোমার কথা শ্রবণে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কেমন করিয়া হইতে পারে? তাহারই উত্তরে কহিলেন—তোমরা যে আমাকে দর্শন করিতেছ, "এতদেব ব্রহ্ম' অর্থাৎ এই আমিই ব্রহ্ম; যেহেতু যে আমাকে প্রাপ্ত হইলে কেহ মোহ অথবা শোক কিম্বা প্রাকৃত হর্ষ প্রাপ্ত হয় না।" শ্রীস্বামী পাদকৃত মূলশ্লোকের টীকায় 'সেই ভগবানের প্রতিপদে নব নব আবির্ভাবই ব্রহ্ম'—এই ব্যাখ্যায় "সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য"; এই ১১।২৯।১৮ শ্লোকে প্রোক্ত ব্রহ্ম শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝানো হইয়াছে। কারণ যে ভক্ত সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণসত্তা উপলব্ধি করে, সেই ভক্তের পক্ষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, কখনও ফলরূপ প্রকাশ পাইতে পারে না। অথবা শ্রীগোপাল তাপনীতে উক্ত "কথমস্যাবতারস্য ব্রহ্মতা" এই শ্রীকৃষ্ণাবতারের ব্রহ্মতা কিরূপে হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণে নরাকৃতি-পরব্রহ্মরূপে স্ফূর্ত্তিই সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ দর্শন উপাসনা ফল, শ্রীভগবান এইরূপ উল্লেখ করিয়া সেই প্রকারেই পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকার উপাসনাকেই সর্ব্বোর্দ্ধ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্‌কায়বৃত্তিভিঃ॥ ১১।২৯।২৯॥

সর্ব্ব কল্প অর্থাৎ সর্ব্ব উপায়ের মধ্যে এইটিই সমীচীন উপায়। সেই উপায়টি কি? তাহাই বলিতেছেন—"মনোবাক্-কায়বৃত্তির দ্বারা সর্ব্বভূতে আমায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপের ভাবনা।" শ্রীগীতার উপসংহার বাক্যানুসারেও অন্তর্য্যামী ভজন হইতেও শ্রীকৃষ্ণভজনের আধিক্য বলা হইয়াছে। সেই শ্রীভগবদ্‌গীতায় উত্থাপিত বচন "ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং" হইতে আরম্ভ করিয়া "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" পর্য্যন্ত ছয়টি শ্লোকে দেখান হইয়াছে! ক্রমিক্ শ্লোকব্যাখ্যা যথা—"হে অর্জ্জুন! সকল প্রাণীর হৃদয়দেশে ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন। যিনি মায়াদ্বারা হৃদয়যন্ত্রারূঢ় সর্ব্বপ্রাণীকে ভ্রমণ করাইতেছেন। তাঁহার প্রেরণাভিন্ন কোন প্রাণী কিছুই করিতে পারে না। হে ভারত! তুমি সর্ব্বকারণে সর্ব্বাপেক্ষাশূন্য হইয়া সর্ব্বনিয়ামকতত্ত্ব সেই পরমেশ্বরের শরণ লও। তাঁহারই প্রসাদে পরা শান্তি এবং ধ্বংসও উৎপত্তি শূন্য সনাতন স্থান লাভ করিবে। কাল, কর্ম্ম, মায়া, জীব সকলেই ঈশ্বরনিয়ম্য। ঈশ্বর সকলেরই নিয়ামক। নিয়ামকতত্ত্বের অনুগ্রহ বিনা কেহই পরাশান্তি লাভ করিতে পারে